৬.৩. জব কার্ড :

নিবন্ধীকরণ (রেজিস্ট্রেশন) এবং যাচাই-এর এক সপ্তাহের মধ্যে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রত্যেকটি নিবন্ধীকৃত পরিবারকে একটি জবকার্ড (৪ নং ফর্ম) দেবে। রেজিস্ট্রেশন নম্বরটিই জব কার্ড নম্বর হিসাবে পরিগণিত হবে। প্রতি পরিবার পিছু একটি জবকার্ড থাকবে। একই ব্যক্তির/পরিবারের একাধিক জবকার্ড থাকবে না। নিবন্ধীকৃত পরিবারে কোন নতুন সদস্যের নাম সংযোজিত হলে বা কোন নাম বাদ গেলে তা রেজিস্ট্রেশন ও কর্মসংস্থান রেজিস্টারে নথিভুক্তির সঙ্গে জবকার্ডে নথিভুক্ত করতে হবে। অনুরূপ ভাবে কোন নাম বাদ গেলে তা রেজিস্ট্রেশন এবং কর্মস্থান রেজিস্টার থেকে কেটে দিতে হবে এবং জব কার্ডেও কেটে দিতে হবে। কোন পরিবারের একাধিক সদস্য একই সঙ্গে পৃথক পৃথক কাজে নিযুক্ত হলে পরিবারের একজন মূল জবকার্ডটি সঙ্গে রাখবেন এবং অন্যরা জবকার্ডের ফটোকপি (জেরক্স) সঙ্গে রাখতে পারেন। অবশ্য মজুরি নেওয়ার সময় প্রত্যেককেই মূল জবকার্ডটি দাখিল করতে হবে। মূল জবকার্ডে লিপিবদ্ধ না করে কোনরকম মজুরি দেওয়া যাবে না। জবকার্ডটি হারিয়ে গেলে বা নষ্ট হয়ে গেলে ডুপ্লিকেট জবকার্ডের জন্য আবেদন করা যেতে পারে এবং গ্রাম পঞ্চায়েত যথাযথভাবে যাচাই করে তবেই ডুপ্লিকেট জবকার্ড ইস্যু করবেন। যদি কোন ব্যক্তির জবকার্ড পাওয়ার বিষয়ে কোন অভিযোগ থাকে তবে তিনি সেটি প্রোগ্রাম অফিসারের নজরে আনবেন। যদি প্রোগ্রাম অফিসারের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকে তবে তিনি সেটা জেলা প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটরের নজরে আনবেন। এই জাতীয় সমস্ত অভিযোগের সিদ্ধান্ত ১৫ দিনের মধ্যে অভিযোগকারীকে জানাতে হবে।

নথিভুক্তকরণ এবং জবকার্ড প্রদান এই প্রক্রিয়া-দুটি সারা বছর ধরেই চলতে পারে, দেখতে হবে যে প্রত্যেক আবেদনকারী যাতে আবেদনের ২১ দিনের মধ্যে জবকার্ড হাতে পায় এবং এই তথ্যগুলি সময়মত প্রয়োজনীয় রেজিস্টার এবং কম্পিউটারে তোলা হয়। জবকার্ড সবসময় উপভোক্তার কাছেই থাকবে। এটা কখনোই গ্রাম পঞ্চায়েত, সুপারভাইজার, গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সদস্য বা অন্য কোন কারুর কাছে থাকবে না। কাজের সুবিধার জন্য মজুরি প্রদানের সময় জবকার্ডটি গ্রাম পঞ্চায়েত বা সুপারভাইজার কিছু সময়ের জন্য রাখতে পারেন তবে তা যেন সেই কাজ হয়ে গেলে তৎক্ষণাৎ উপভোক্তাকে ফেরত দেওয়া হয়।